গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনাশাখা
www.plandiv.gov.bd

নং-২০.০০.০০০০.৩২৮.৪১.০০১.১৯-৩৯৭

তারিখঃ ১৬ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ৩০ জানুয়ারি, ২০২০খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক প্রকাশনার জন্য তথ্য প্রেরণ।

সূত্রঃ নং:০৪.০০.০০০০.৮৪১.৯৯.০০৫.১৯.৬৪,তারিখ:০২/০১/২০২০ ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক প্রকাশনার জন্য নির্ধারিত ছকে তথ্য চাওয়া হয়েছে। সে আলোকে পরিকল্পনা বিভাগের এপিএ সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশপূর্বক (সফট কপি ও হার্ডকপি) পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো (কপি সংযুক্ত)।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

৩০/১/20
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯১৮০৭৯২
e-mail: ro.pms@plandiv.gov.bd

সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ,
পরিবহন পুলভবন, সচিবালয় লিংক রোড,ঢাকা।
(দৃঃ আঃ উপসচিব, কর্মসম্পাদন ব্যাবস্থাপনা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ- ১ অধিশাখা)

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
২) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৩) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।(প্রতিবেদনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৪) অফিস কপি।

এপিএ বিষয়ক প্রকাশনার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট তথ্য:

১। **মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম:** পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

২। **রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য:**

ক) **রূপকল্প:** টেকসই, সময়াবদ্ধ ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

খ) **অভিলক্ষ্য:** অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কৌশল ও কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন।

৩। **কৌশলগত উদ্দেশ্য:**

ক) উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে দক্ষাতাবৃদ্ধি;

খ) কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ;

গ) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন ত্বরান্বিতকরণ;

ঘ) দেশের সার্বিক উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন;

ঙ) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

চ) কর্মসম্পাদন গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি;

ছ) দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;

জ) আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৪। **বিগত ৩ (তিন) বছরে এপিএ'র বাস্তবায়নের ফলাফল:**

অর্থবছর	অর্জিত নম্বর
২০১৬-১৭	৮৯
২০১৭-১৮	৮২.৫৫
২০১৮-১৯	৮৪.২২

৫। **এপিএ বাস্তবায়নের ফলে প্রধান অর্জন:**

ক) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধিতে : (অনধিক ৫০ শব্দে)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে পরিকল্পনা বিভাগ ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থায় শূন্য পদে নিয়োগ, পদোন্নতি, উচ্চতর গ্রেড, সকল ধরনের ছুটি, পেনশন, পারিবারিক পেনশন, পিআরএল গমন ও বিভিন্ন ধরনের ঋন ও অগ্রিম মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাহিদা অনুযায়ী আসবাবপত্র, ষ্টেশনারী দ্রব্যসামগ্রী যথাসময়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া টেলিফোন ও ইন্টারনসহ অন্যান্য সকল বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মকর্তাগণের মধ্যে যথাসময়ে দায়িত্ব সম্পাদনে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ) কাজের গতিশীলতা ও সেবার মান বৃদ্ধিতে: (অনধিক ৫০ শব্দে)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) বিভিন্ন কর্মসম্পাদন সূচকে সময়াবদ্ধ, দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত থাকায় কাজে গতিশীলতা ও সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করায় কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি অর্থবছরে কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথ ও যৌক্তিক করায় কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এপিএ কর্মসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত থাকায় কর্মকর্তাদের কর্মসম্পাদনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

গ) আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে: (অনধিক ৫০ শব্দে)

পরিকল্পিত ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে জাতীয়, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দীর্ঘ মেয়াদী ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) আকার নির্ধারণ, খাতওয়ারী সম্পদ বন্টন এবং পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর/বিভাগ ও মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন সহজ হয়েছে। এপিএ কার্যক্রমে উক্ত আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পৃক্ত থাকায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আসায় কর্মক্ষেত্রে অধিক অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

ঘ) এসডিজি ২০৩০ এর লক্ষ্য অর্জনে: (অনধিক ৫০ শব্দে)

"ধরিত্রীর রূপান্তর: ২০৩০ সালের পথে টেকসই উন্নয়ন অভিযাত্রা" ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক গৃহীত হয়। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশে এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সপ্তম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহকে সম্পূর্ণরূপে ধারন করে অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হবে। প্রণীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকেই প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তত ত্রবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রস্তত করে থাকে। তাই বলা যায় যে, এপিএ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সম্ভব হবে।

ঙ) মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে: (অনধিক ৫০ শব্দে)

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ জনপ্রতি ৬০ ঘন্টা অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এপিএ লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী পরিকল্পনা বিভাগে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা **জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি** (এনএপিডি) বিগত তিন বছরে এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ২০২টি কোর্সের মাধ্যমে ৬৪৭৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং ১০ টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। **বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)** সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সহায়তা করে থাকে। বিআইডিএস বিগত তিন বছরে ৭২ টি সমীক্ষা সম্পাদন করেছে, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ১২টি ইংরেজি জার্নাল ও ২৩টি রিসার্চ মনোগ্রাফ প্রকাশিত হয়েছে এবং ৬৯ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করেছে। এপিএ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার পরিমান ও সংখ্যা উল্লেখ থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অধিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

চ) মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: (অনধিক ৫০ শব্দে)

পরিকল্পনা বিভাগে সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট খাতে অর্থ বরাদ্দ, বরাদ্দকৃত অর্থের পুন:উপযোজন, ব্যয় খাত সংশোধন, পিএসসি, পিআইসি, ডিপিইসি,ডিএসপিইসি টাইম ফ্রেম অনুযায়ী সভা আয়োজন করা হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়ন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য জনবল তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এপিএ কার্যক্রমের সাথে প্রমাণক প্রদানের শর্তযুক্ত থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছ) জনগন/স্টেকহোল্ডারকে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়নে:(অনধিক ৫০ শব্দে)

পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে যে সকল সেবা গ্রহণকারী আগমন করেন তাদের প্রবেশ নিরাপদ করার জন্য গেট পাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এপিএ সূচকে বর্ণিত টার্গেট অনুসারে ই-টেন্ডার কার্যক্রম সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। মালামাল সরবরাহ ও পূর্ত কাজের বিল দাখিলের ১ মাসের মধ্যে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেবা গ্রহণকারীগণের সেবা গ্রহণ বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য অংশীজনের অংশগ্রহণে (Stakeholder) সভা করা হয়েছে এবং মতামতের ভিত্তিতে সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৬। **এপিএ স্বাক্ষরকারী দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের (বিভাগ, জেলা, উপজেলা) অফিসের সংখ্যা:**

ক) পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: ০২ টি।
(১) জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)
(২) বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

খ) বিভাগ পর্যায়ের অফিসের সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়।
গ) জেলা পর্যায়ের অফিসের সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়।
ঘ) উপজেলা পর্যায়ের অফিসের সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়।

৭। **এপিএ বাস্তবায়নে প্রধান চ্যালেঞ্জ:**
(ক) যথাসময়ে প্রমাণক সংগ্রহ করা;
(খ) সার্বিক এপিএ কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব;
(গ) সমন্বয়কারী হিসেবে এপিএ শাখায় জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব রয়েছে;

৮। **এপিএ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পরামর্শ/ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:**
(ক) এপিএ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান;
(খ) এপিএ প্রয়োজনীয় জনবল, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার সামগ্রী সরবরাহ করা;
(গ) পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করা;
(ঘ) জাতীয় ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অথচ দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে এমন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহকে প্রকল্প দলিল প্রণয়নে সহায়তা প্রদান
(ঙ) কর্মকর্তাদের এপিএ বাস্তবায়ন উদ্যোগ বার্ষিক গোপণীয় প্রতিবেদনে (এসিআর) অন্তর্ভূক্তকরণ।

৯। **এপিএ বিষয়ে ২০১৮/১৯ ও ২০১৯/২০ অর্থবছরে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের তথ্য:** (মন্ত্রণালয়/দপ্তর/মাঠ পর্যায়সহ)

	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
ক) আয়োজিত প্রশিক্ষণের সংখ্যা	০১	০৩
খ) অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	৬০	১২০

১০। **মুজিব-বর্ষ উদযাপন সংশ্লিষ্ট এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা:**
ক) যে সকল লক্ষ্যমাত্রা ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ-তে সংযোজন করা হয়েছে:
"বঙ্গবন্ধু রিসার্স ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম (প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ)"
খ) যে সকল লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ-তে সংযোজন করা হবে:

১। ২০২০-২১ অর্থবছরে জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ৪টি গবেষণা শেষ হবে এবং ১টি ডকুমেন্টরি প্রকাশিত হবে।
২। বঙ্গবন্ধু ও পরিকল্পনা কমিশন বিষয়ক ১টি পুস্তক প্রকাশিত হবে।

১১। **বিভিন্ন ই-সেবা, ইনোভেশন, এস আই পি (SIP) ও এস পি এস (SPS)-এর তথ্য (ছবিসহ):**

ক) ই- সেবার সংখ্যা ও বিবরণ:

ক্রমিক নং	ই-সেবার নাম	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	মন্তব্য
০১	Project Planning System (PPS)	PPS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা হতে প্রকল্প প্রস্তাবনা (DPP/TAPP) অনলাইনে দাখিল,	প্রমাণক সংযুক্ত

		প্রক্রিয়াকরণ, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী বা একনেক কর্তৃক অনুমোদন কার্য সম্পাদন করা হয়।	
০২	ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা (ই-নথি)	পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন এ ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম লাইভ সার্ভারে চলছে। এর ফলে নথি নিস্পত্তি ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	প্রমাণক সংযুক্ত
০৩	সরকারি ই-মেইল	পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশন এর সকল কর্মকর্তাকে অফিসিয়াল ই-মেইল-এর অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয়েছে।	প্রমাণক সংযুক্ত
০৪	অনলাইনে চাকুরীর আবেদন প্রক্রিয়াকরণ	তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আবেদনকারীগণ অনলাইনের মাধ্যমে যে কোন স্থান হতে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারছে বিধায় সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।	প্রমাণক সংযুক্ত
০৫	ওয়েব পোর্টাল	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (WWW.MOP.GOV.BD) পরিকল্পনা বিভাগ (WWW.PLANDIV.GOV.BD) এবং পরিকল্পনা কমিশন (WWW.PLANCOMM.GOV.BD) এর জন্য ভিন্ন ০৩ টি ওয়েবসাইট রয়েছে এবং তা সার্বক্ষণিক আপডেট করা হয়।	প্রমাণক সংযুক্ত

খ) ইনোভেশনের সংখ্যা ও বিবরণ: ০৪ টি।

১) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের 'স্বাস্থ্য কেন্দ্র' এর সক্ষমতা বৃদ্ধি;
২) বৈদেশিক প্রশিক্ষণে সুযোগের সমতা বিধান এবং কর্মকর্তা মনোনয়ন সহজীকরণ;
৩) ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে মুভমেন্ট সেন্সর সিস্টেম;
৪) এসএমএস এর মাধ্যমে পিআরএল গমণকারীকে অবহিতকরণ।

গ) এস আই পি'র সংখ্যা ও বিবরণ: ০১ টি।

১) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অনলাইনে গাড়ির রিকুইজেশন প্রদান ব্যবস্থা চালুকরণ।

ঘ) এস পি এস'র সংখ্যা ও বিবরণ: ০১ টি।

১) 'পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবেদন প্রক্রিয়া/নিষ্পত্তি সহজিকরণ'।

(পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ অনুযায়ী সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহজিকরণ ধারণাসমূহের মধ্য হতে 'কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদন প্রক্রিয়া/নিষ্পত্তি সহজিকরণ' সেবাটি নির্বাচনপূর্বক সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে।)

১২। **এপিএ সংশ্লিষ্ট ছবি (নিম্নলিখিত বিষয়ে গৃহীত ছবির সফট কপি সরবরাহ করতে হবে)**

ক) এপিএ স্বাক্ষর (মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের এপিএ স্বাক্ষরের ছবি): **(কপি সংযুক্ত-১)**
খ) এপিএ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ছবি): **(কপি সংযুক্ত-২)**
গ) এপিএ'র ফলে উল্লেখযোগ্য অর্জনের ছবি: **(কপি সংযুক্ত-৩)**
ঘ) পুরস্কার/সম্মাননা গ্রহণের ছবি: **(কপি সংযুক্ত-৪)**